ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

PART-4

CC-12(SEM-5)

Presented by

Chandrani Ray

SACT

Jhargram Raj College

ফরাজি আন্দোলন(1820-60)

বাংলার কৃষক উপজাতি আন্দোলনের ইতিহাসের ফরাজি আন্দোলন ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।এই আন্দোলন মুসলিমদের মধ্যে নব চেতনার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে শুরু হয়। পরে তা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে ও একাধারে জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

- **আন্দোলনের উৎস:**
- **‘ফরাজি’** শব্দটি এসেছে আরবী **‘ফরাজ’** শব্দ থেকে যার অর্থ **‘আল্লাহর আদেশ’।**
- ইসলাম নির্ধারিত বাধ্যতামূলক কর্তব্যপালন ও ইসলাম ধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্য **মৌলবী হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ 1820 খ্রীঃ**

‘ফরাজি’ নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

- ফরাজি সম্প্রদায়টি নীলকর সাহেব ও হিন্দু মুসলিম জমিদারদের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রস্তুত হয়।
- **আদর্শ:**
- মক্কায় তীর্থযাত্রার সূত্রে পূর্ববাংলার(অধুনা) ফরিদপুরের শরিয়ৎ উল্লাহ তাঁর নতুন উপলব্ধির কথা স্বদেশে প্রচার করেন।
- তিনি ঘোষণা করেন যে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন কুসংস্কার ইসলামে প্রবেশ করার ফলে ধর্ম অপবিত্র হয়েছে।
- সুতরাং একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য সহ কোরাণের নির্দেশ যথাযথ পালন করে ইসলাম ধর্মকে পবিত্র করতে হবে।
- তিনি কোরাণ অনুমোদিত নয় এমন রীতি নীতি বর্জনের পরামর্শ দেন।

- তিনি হিন্দুদের উৎসব-অনুষ্ঠানে মুসলমানদের যোগ দিতে নিষেধ করেন।
- তিনি ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষে **‘দার উল হার্ব’** এ (শত্রুর দেশে) পরিণত হয়েছে।
- এর প্রতিবাদে তিনি অনুগামীদের শুক্রবারের নামাজ ও দুটি ঈদ উদযাপন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন।
- তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে *কলমা, রোজা, জাকাৎ, হজ* ইত্যাদি ধর্মাচরণের নির্দেশ দেন।
- **আন্দোলনের নেতৃত্ব:**
- শরিয়ৎ উল্লাহ ,তাঁর পুত্র দুদুমিঞা(প্রকৃত নাম-মোহাম্মদ মহসিন), দুদুমিঞার পুত্র নোয়ামিঞা।

- পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে শরিয়ৎ উল্লাহর জনপ্রিয়তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
- বহু সাধারণ মুসলমান বিশেষত মুসলমান কৃষক তাঁর ধর্ম মতে মুগ্ধ হয়ে শরিয়ৎ উল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।
- তাঁর বক্তব্য গোঁড়া মৌলবী ও জমিদার সহ বিভিন্ন ভূস্বামী শ্রেণীকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।
- সামাজিক সাম্য ও পারস্পরিক আস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি ইসলাম ধর্মের প্রচলিত **পীর/প্রভু** ও **মুরিদ/শিষ্য** শব্দ দু'টির পরিবর্তে **শিক্ষক/ওস্তাদ** এবং **শিক্ষার্থী/সাগরেদ** এই দুটি শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দেন।
- ধর্ম সংস্কারের পাশাপাশি তিনি জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধেও প্রচার চালান।

- তাঁর মৃত্যুর পর দুদুমিঞা নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে যথার্থ জঙ্গী চরিত্র ধারণ করে।
- তিনি ঘোষণা করেন ঈশ্বরের জমির খাজনা আদায়ের অধিকার জমিদারদের নেই।
- একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী ও গুপ্তচর বাহিনী গড়ে তুলে তিনি অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বাসভবন আক্রমণ করেন।
- দুদুমিঞার সুযোগ্য নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষক আন্দোলনে শামিল হয় ও তাঁর নির্দেশে জমিদারের খাজনা ও মহাজন ঋণশোধ বন্ধ করে দেয়।
- তিনি হিন্দু জমিদারদের দ্বারা পূজা-পার্বণের ব্যয় নির্বাহ হেতু অতিরিক্ত ধর্মীয় কর আরোপ ও প্রজাদের দ্বারা তা প্রদানকে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে মনে করেন।

- দুদুমিঞার মৃত্যুর পর পুত্র নোয়ামিঞা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ।
- তিনি ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধিতার পরিবর্তে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে ফরাজি আন্দোলন কে পরিচালিত করলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **আন্দোলনের বলয়/ক্ষেত্র:**
- ফরাজি আন্দোলন ক্রমশ ফরিদপুর ও ঢাকা ছাড়িয়ে খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোহর ,বাখরগঞ্জ ,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
- **আন্দোলনের প্রকৃতি:**
- ফরাজি আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ।
- ধর্মীয় আন্দোলন রূপে শুরু হলেও এই আন্দোলন শীঘ্রই রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে ও কৃষক বিদ্রোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

- মূলত মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ফরাজি আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাব দেখা যায়।
- অত্যাচারী ও শোষকদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ফরাজিরা দক্ষ গুপ্তচর ও লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলে।
- **সীমাবদ্ধতা:**
- এই আন্দোলন একটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে শক্তি ও ব্যাপকতার অভাব ছিল।
- ফরাজি আন্দোলন অভিজাত ও মুসলমান ও সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ধর্মবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় উদারপন্থী মুসলমান সমাজ এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়।
- সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অভাবে ফরাজি আন্দোলন ব্যর্থ হয়।প্রথমদিকে মুসলিমদের উন্নয়ন পরবর্তী সময়ে নীল চাষ ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

- অবশেষে নীলকর ও পুলিশের অবিরাম বিরোধিতার ফলে ফরাজি আন্দোলন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়।

সর্বোপরি ফরাজি আন্দোলন ছিল পরিপূর্ণ কৃষক আন্দোলন।ব্যর্থতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও দুর্বল কৃষক শ্রেণীর এই দীর্ঘ সংগ্রাম বাংলা ও ভারতের গণসংগ্রামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।